ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR 14 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪ ......

114

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, স্বীকৃতি দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সম্মিলিত ওলামা মাশায়েখ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ফলে এসব মাদ্রাসা থেকে শিক্ষিতরা হাইস্কুল ও আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্মীয় পদে চাকরি পেতেন। এ ছাড়া বিবাহ রেজিস্ট্রার ও সরকারি মসজিদে ইমামতির ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। কিন্তু ১৯৮৫ সালে একটি কুচক্রীমহল এ সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়।

নেতৃবৃন্দ জানান, কওমী মাদ্রাসা দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিতরা অতীতে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। একটি কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী মহল কওমী মাদ্রাসার ওপর কলঙ্ক চাপানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। নিজেদের পাপকে তারা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মহলটি নিজেদেরকে তালেবান ও লাদেনের অনুসারী বলে প্রচার করছে। তাদের এ প্রচারণাকে নেতৃবৃন্দ পাগলের প্রলাপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

গত ৮ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ওলামা মাশায়েখ সম্মেলন সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ জানান, এ ব্যাপারে তারা নীরব ছিলেন। সম্মেলনে যোগ দেননি। তারা বলেন, 'সম্মেলনের আগে তাদের জন্য দোয়া করেছি, পরে বদদোয়া করেছি।' এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ জানান, ১৯৭১ সালে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের যুদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানকে সহায়তাকারীরা জালেমের সহায়তা করেছে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারীরা মজলুমের সহায়তা করেছে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ওলামা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানী, অধ্যক্ষ মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান, অধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা মিজানুর রহমান যুক্তিবাদী প্রমুখ।